শিশু অধিকার

অঙ্কুর প্রকাশনী

শিশু অধিকার

হাসিবুল আলম প্রধান

অঙ্কুর প্রকাশনী

www.phulkuri.org.bd

শিশু অধিকার

হাসিবুল আলম প্রধান

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০১
পরবর্তী মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ
মাওদুদুর রহমান

অলঙ্করণ
মেহজাবীন মাহবুব

প্রকাশক
অঙ্কুর প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১১০৬৯

মুদ্রণ
ইমপ্রেসন প্রিন্টিং হাউস
২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা-১২০৪
ফোন ঃ ৭৪৪০৯৩৬

ISBN 984 464 064 4

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

www.phulkuri.org.bd

প্রতিটি মানুষ স্বাধীন ও সম-মর্যাদার অধিকারী। সে যে ধর্ম বা বর্ণের হোক না কেন। মানব পরিবারের সদস্য হিসাবে প্রতিটি শিশুই মর্যাদায় ও অধিকারে সমান। আমরা যখন বলি শিশুরা এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। তখন কথাটি কম করে বলা হয়। প্রকৃত সত্যটি হলো তারাই ভবিষ্যৎ। অতএব তাদের যত্ন করতে হবে, তাদের প্রয়োজন যথাযথভাবে মেটাতে হবে। যাতে তারা ভবিষ্যতে আমাদের জায়গায় এসে আমাদের কাজ আরো সুন্দরভাবে করতে পারে। এজন্য প্রয়োজন শিশু অধিকার তথা মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র ও আইনে শিশুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যদিও শিশু অধিকার মানব অধিকারেরই বিষয় তথাপি এর গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতিসংঘ শিশু অধিকারের একটি স্বতন্ত্র সনদ তৈরি করেছে।

www.phuluri.org.bd

কেন এই সনদ

মা-বাবা বা বড়রা ছোটদের আদর স্নেহ করলেও ছোটদের সত্যিকারের প্রয়োজনের প্রতি অনেক সময় অবহেলা করে থাকেন। রাষ্ট্রও অবহেলা করে থাকে। যেমন, ছোটদের খেলা-ধূলা করার অধিকার আছে। কিন্তু এই ঢাকা শহরেই ছোটদের খেলার জায়গা খুবই কম। শুধুমাত্র অর্থের অভাব বা স্থানের অভাবের জন্যই নয়। এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব না দেয়া এর প্রধান কারণ। অনেক ছোট ছেলে-মেয়ে অল্প বয়সে কাজ করে। অথচ তাদের এখন লেখা-পড়া করার বয়স। এই সব শিশুর মা-বাবারা হয়ত গরীব এবং এই কারণেই তাদের স্কুলে না পাঠিয়ে কাজ করতে পাঠায়। কিন্তু এই সব শিশুর মা-বাবারা যদি বুঝতেন তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠানো উচিত তাহলে তারা নিজেরা একটু কষ্ট করেও তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতেন। এই জন্য বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এবং শিশুর অধিকার রক্ষায় আইন প্রণয়ন ও নীতি গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘও এ বিষয়ে বসে থাকেনি। ছোটরা যে ভবিষ্যৎ এটা ভেবেই গ্রহণ করেছে শিশু অধিকার সনদ।

শিশু অধিকার সনদ

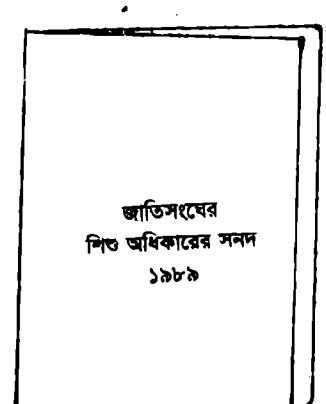

শিশু অধিকার সনদটি ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে এটি আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশে পরিণত হয়। ইতিহাসে এটি হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৯১টি

www.phulkuri.org.bd

দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। প্রথম যেসব দেশ এই সব চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে একটি।

এই সনদে শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করাসহ সকল প্রকার শোষণ, বৈষম্য, অবহেলা এবং নির্যাতন থেকে তাদের রক্ষার বিবরণ রয়েছে। সনদে স্বীকৃত অধিকারের আওতায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশু ও মা-বাবার সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, নাগরিক অধিকার, শোষণ এবং আইনের সাথে বিরোধে জড়িত শিশুসহ অনেক বিষয়ই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে মোট ৫৪টি ধারা রয়েছে। এর ৪১টি ধারাতে শিশুদের বিভিন্ন অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবং বাকি ১৩টি ধারাতে অধিকারগুলো সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভূমিকার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। অধিকারগুলোর সংক্ষিপ্তসার হলো :

- ১৮ বছরের নিচের প্রতিটি মানব সন্তানই শিশু। তবে ভৌগলিক স্থানভেদে বিভিন্নদেশে শিশুর বয়স সীমা বিভিন্ন হতে পারে।
- ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, গোত্র, ভাষা নির্বিশেষে প্রতিটি শিশু মর্যাদায় ও অধিকারে সমান।
- প্রতিটি শিশু বিকাশের জন্য পিতা-মাতা ও পারিবারিক সাহচর্যে থাকার অধিকারী।
- শিশুর অধিকার রক্ষায় শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ প্রধান বিবেচ্য।
- প্রতিটি শিশুর নাম ও জাতীয়তা লাভের অধিকার।
- কোন শিশু বা তার পিতা-মাতা পারিবারিক পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে যে কোন দেশ ত্যাগ করা ও নিজেদের দেশে প্রবেশ করার অধিকারী।
- প্রতিটি শিশু স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত মতামত প্রকাশের ও তথ্য লাভের অধিকারী।
- প্রতিটি শিশু বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা লাভের অধিকারী।
- শিশুরা সংঘবদ্ধ হবার এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার অধিকারী।
- প্রতিটি শিশু 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র' উপভোগের অধিকারী।

- প্রতিটি শিশু অত্যাচার, অবহেলা, শোষণ থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকারী।
- পিতামাতা বা অভিভাবকহীন শিশু দত্তক ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনর্বাসন পাবার অধিকারী।
- শরণার্থী, মানষিক ও শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং সংখ্যালঘু শিশুদের অন্যান্য শিশুদের মত সমান অধিকার রয়েছে।
- প্রতিটি শিশু সামাজিক নিরাপত্তালাভের অধিকারী।
- প্রতিটি শিশু মাদকদ্রব্য সেবন ও যৌন অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকার অধিকারী।
- প্রতিটি শিশু বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভের অধিকারী।
- সংখ্যালঘু প্রতিটি শিশু নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মচর্চা করার অধিকারী।
- ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুকে সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ করা যাবে না।
- প্রতিটি শিশু অপহরণ, বিক্রি বা পাচার থেকে রক্ষা পাবার অধিকারী।
- অপরাধী শিশুরা বড় ধরনের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড, যাবৎ জীবন কারাদণ্ড বা যে কোন বড় ধরনের শাস্তি থেকে মুক্ত থাকার অধিকারী।
- প্রতিটি শিশু বিশ্রাম, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকারী।

সনদের অধিকারগুলোকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়

বেঁচে থাকার অধিকার : এর মধ্যে রয়েছে জীবন ধারণে সহায়ক মৌলিক বিষয়াদির অধিকার। যেমন- স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ।

বিকাশের অধিকার : এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার অধিকার, শিশুর গড়ে উঠার জন্য একটি জীবনযাত্রার মান ভোগের অধিকার এবং অবকাশ যাপন, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের অধিকার।

সুরক্ষার অধিকার : এই শ্রেণীতে রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে শিশুদের অধিকারসমূহ যেমন- শরণার্থী শিশু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু এবং শোষণ, নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন শিশুদের সুরক্ষার অধিকার।

অংশ গ্রহণের অধিকার : এর মধ্যে রয়েছে শিশুদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার, অন্যদের সাথে অবাধে সম্পর্ক গড়ে তোলার অধিকার এবং তথ্য ও ধারণা চাওয়া, পাওয়া ও প্রকাশের অধিকার।

এই সনদে ৪টি মূল নীতি রয়েছে যা এর বিধানগুলো ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বৈষম্যহীনতা

সকল শিশুর লিঙ্গ, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম, ভাষা, জাতীয়তা, গোত্র, বর্ণ, শারীরিক সামর্থ্য অথবা জন্মের ভিত্তিতে কোন রকম বৈষম্য ছাড়াই সনদে বর্ণিত অধিকার সমূহ ভোগের অধিকার রয়েছে।

শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ

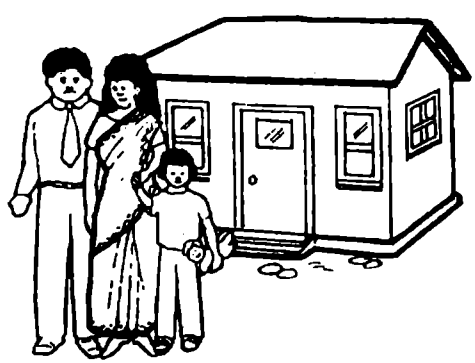

মা-বাবা, সংসদ, আদালত এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্যই শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করবেন।

শিশুদের অধিকার সমুন্নত রাখায় পিতা-মাতার দায়িত্ব

সনদে বর্ণিত অধিকারসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মা-বাবার একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। শিশুর বয়স এবং পরিপক্কতা অনুসারে তাকে পরিচালিত করতে হবে। শিশুর মা-বাবা দ্বারা

পরিচালিত হওয়ার ঐতিহ্য বাংলাদেশে বেশ জোরালো। এই নীতিতে যে ধারণাটি তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে শিশুদের কিছু অধিকার আছে এবং শিশুদের পরিচালনার সময় সব অধিকার তারা কিভাবে প্রয়োগ করবে, তার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

শিশুর মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

নিজের মতামত গঠনের উপযোগী বয়সের শিশুর নিজস্ব বিষয়ে অবাধে মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। শিশুর মতামত কতটা গুরুত্ব পাবে, তা নির্ভর করবে শিশুর বয়স ও পরিপক্কতার ওপর। ঘরে এবং স্কুলে প্রতিদিন যেসব সিদ্ধান্ত মুখে মুখে নেয়া হয়, তার সকল ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য।

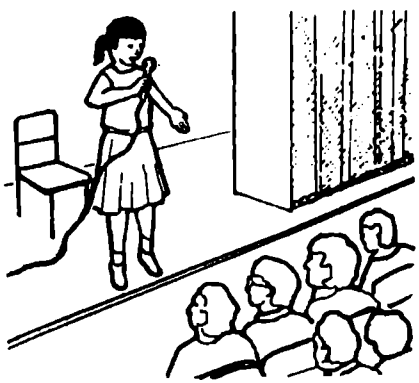

শিশুর অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সরকারের একার নয়। এ দায়িত্ব শিশুদের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত প্রত্যেকেরই। এদের মধ্যে রয়েছেন মা-বাবা, দাদা-দাদী, বড় ভাই ও বোন, শিক্ষক এবং দাপ্তরিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিশুদের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।

শিশু কাকে বলা যাবে?

সনদের ধারা ১-এ ১৮ বছরের কম বয়সী প্রত্যেককেই শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। তাই শিশু সম্পর্কিত সকল আইন, নীতি ও অনুশীলন এই বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

এই মৌলিক আবশ্যকতার ব্যাপারে দু'টি সম্ভাব্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রথম সমস্যাটি হতে পারে বিভিন্ন নীতি, সংবিধি ও ধর্মীয় আইনে দেয়া শিশুদের বয়সভিত্তিক সংজ্ঞার সাথে সনদের সংজ্ঞার অসামঞ্জস্যতা। বাংলাদেশে এ রকম পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি লাভের পর থেকেই, অর্থাৎ মেয়েদের ১২ বছর ও ছেলেদের ১৫ বছর বয়সে, শৈশবের সমাপ্তি ঘটে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে প্রচলিত সাধারণ সাংস্কৃতিক ধারণা যে ১৮ বছর বয়সের অনেক আগেই শৈশবের সমাপ্তি ঘটে।

এখানে শিশুদেরকে বিভিন্ন বয়স স্তরে (১৮ বছরের অনেক নিচে) কতিপয় নীতি ও বিধির অধীনে নিম্নবর্ণিত বিশেষ কিছু সুরক্ষা বা সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে।

- ৭ বছরের নিচে কোন অপরাধের দায়িত্ব আরোপ করা হয় না।
- ৬-১০ বছর বয়সে স্কুলে যেতে হবে।
- ১২ বছরের নিচে দোকান, অফিস, হোটেল বা কোন ওয়ার্কশপে কাজ করতে পারবে না (শিক্ষানবীশ ব্যতীত)।
- ১৪ বছরের নিচে কলকারখানায় কাজ করতে পারে না।
- শিশু ভবঘুরেদের প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে পৃথক রাখতে হবে।
- ১৫ বছরের নিচে পরিবহন খাতের কয়েকটি অংশে কাজ করতে পারে না।
- ১৬ বছরের নিচে সাধারণ কারাগারে আটক রাখা যাবে না, কিংবা মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না।
- ১৮ বছরের নিচে মেয়েরা বিয়ে করতে পারে না।
- ১৮ বছর বয়স প্রাপ্তবয়স্ক বিবেচিত হওয়ার বয়স।
- ২১ বছরের নিচে ছেলেরা বিয়ে করতে পারে না ।

সনদের অধীনে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার

www.phulkuri.org.bd

ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাধাটি হচ্ছে, শিশুর সঠিক বয়স সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। এর কারণ হচ্ছে জন্ম নিবন্ধন হার অত্যান্ত নিম্ন। এর ফলে অনেক শিশু তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই সনদ, কয়েকটি সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে যেগুলো এর বিধান-সমূহের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কোন প্রকার বৈষম্য না করার নীতি, শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণ, শিশুদের অধিকার সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে মা-বাবার দ্বায়িত্ব এবং শিশুদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

ধারা ২ অনুযায়ী কোন ধরনের বৈষম্য ব্যতিরেকে সকল শিশুর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ও সেগুলো নিশ্চিত করার দ্বায়িত্ব রাষ্ট্রসমূহের। এছাড়াও রাষ্ট্র শিশুদের পরিবারের সদস্যদের মর্যাদা, বিশ্বাস বা কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে কোন ধরনের বৈষম্য থেকে সুরক্ষার পদক্ষেপও গ্রহণ করবে। যেসব ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ, সম্পদ (দারিদ্রসহ), ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস, ভাষা, জাতিগত উৎপত্তি, বর্ণ, প্রতিবন্ধিত্ব এবং জন্মের (অবিবাহিত মা-বাবার সন্তান সহ) ভিত্তিতে বৈষম্য।

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে ধর্ম, শ্রেণী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এই সংবিধানে জাতীয় ও জনজীবনে মহিলা ও পুরুষদের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

ধারা ৩-এ শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থকে, তাদের ব্যাপারে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই নীতিতে বলা হয়েছে যে, শিশুদের ব্যাপারে যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে জাতীয় সংসদ, আদালত, সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে দেখবে। মা-বাবাকেও তাদের শিশুদের লালন-

পালন ও বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

বাংলাদেশের আইনে শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থের ধারণা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত নয়। বাংলাদেশে শিশু সম্পর্কিত যেসব আইন বলবৎ রয়েছে সেগুলো বহু আগে গৃহীত হয়েছে যখন শৈশব সম্পর্কে ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি সনদে উল্লিখিত নীতিমালা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। জাতীয় শিশু নীতির অন্যতম লক্ষ্য অবশ্য "সকল জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত পরিস্থিতিতে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করা"। বাংলাদেশের আইন শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ কতটা স্বীকৃতি দেয় ও সুরক্ষা করে এবং কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন তা মূল্যায়নের জন্য আইনগত কাঠামো ও প্রশাসনিক নীতিসমূহের ব্যাপক পর্যালোচনা করতে হবে।

ধারা ৩-এ, শিশুদের অধিকার সমুন্নত রাখায় মা-বাবার দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। এই ধারায় শিশুকে পরিচালনা ও নির্দেশনা প্রদানে মা-বাবার (এবং তাদের স্থলে কর্মরত অন্যদের) অধিকার ও দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

শিশুর বর্তমান বয়স ও পরিপক্কতা অনুসারে তাকে পরিচালনা করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে যে, মা-বাবাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাদের শিশু আরো বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে এবং আরো বেশি দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত কিনা, অথবা শিশুর ব্যাপারে এখনও তাদেরই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত কিনা।

শিশুদের আচরণের ব্যাপারে মা-বাবার নির্দেশনা দেয়ার ঐতিহ্য বাংলাদেশে বিদ্যমান। শিশুদেরও যে অধিকার রয়েছে, এবং তারা নিজেরা কিভাবে তাদের অধিকার প্রয়োগ করবে, তা মনে রেখেই তাদের নির্দেশনা দেয়া উচিত- এই ধারণাটি এখানে নতুন। শিশুদের প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে সে ব্যাপারে রাষ্ট্র মা-বাবাকে প্রায় সীমাহীন স্বাধীনতা দিয়েছে। এই দায়িত্বের ব্যাপারে মা-বাবা ও অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন এমন একটি কাজ যা কেবল শিক্ষা পদ্ধতি, আলেম সমাজ, প্রচার মাধ্যম, এনজিও এবং অন্য

সহযোগীদের সংশ্লিষ্ট করে অব্যাহত ও ব্যাপকভিত্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের ব্যবহার থেকে সুরক্ষার অধিকার

সনদে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে অপরিণত শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর মাদক দ্রব্য ও মনোবিকার-সৃষ্টিকারী পদার্থের ব্যবহার থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। এজন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন করে প্রশাসনিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত পদক্ষেপ নিতে হবে।

ভাং, কোকেন, হেরোইন, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনকারীদের মস্তিষ্কে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। অনেক মানুষ নেশার আনন্দ উপভোগ করার জন্য এইসব পদার্থ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু নিয়মিত ব্যবহার করলে মানুষ ওইসব মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে তার দেহ ও মনের প্রচুর ক্ষতি হয়ে থাকে। একবার কোন মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে প্রচণ্ড শারীরিক কষ্ট ও মানসিক উৎপীড়ন ভোগ করতে হয়। যতক্ষণ না সে এই অত্যন্ত ক্ষতিকর অভ্যাস ত্যাগ করছে ততক্ষণ এই দুঃসহ অবস্থা থেকে তার রেহাই নেই।

জাতিসংঘের এই সনদে আরও বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের এবং সে দেশের মানুষদের এ বিষয়ে দায়িত্ব নেয়া উচিত এবং লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে কোন শিশুই এই সব নেশার কবলে না পড়ে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে মাদকাসক্ত করার চেষ্টা করে বা মাদক সংক্রান্ত কোন কাজে শিশুকে জড়াবার চেষ্টা করে তাহলে তার প্রতিরোধ করতে হবে এবং ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

www.phulkuri.org.bd

এমনও হতে পারে যেকোন শিশু নিজে মাদকাসক্ত না হয়েও মাদক-সংক্রান্ত কোন কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। অনেক সময় অনেক অসৎ মানুষ মাদক দ্রব্য বিক্রয় ও সরবরাহ করার কাজে শিশুদের ব্যবহার করে থাকে। এইসব অন্যায় আচরণের হাত থেকে শিশুর রক্ষা পাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

যৌন অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে সুরক্ষার অধিকার

শিশুর সব রকম যৌন অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। শিশুদের উপর যৌন অত্যাচার বয়স্ক ব্যক্তিদের দ্বারা শিশুদের শোষণের আরেকটি লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত। শিশুদের উপর যৌন অত্যাচার ও শোষণের ঘটনা বেশির ভাগই অনগ্রসর ও দরিদ্র দেশগুলোর ক্ষেত্রেই শোনা যায়। এই সব দেশে ধনী বিদেশীরা তাদের বিকৃত যৌনবাসনা তৃপ্তির জন্য অর্থের বিনিময়ে অসহায় শিশুদের ব্যবহার করে থাকে। এই সনদে বলা হয়েছে যে শিশুদের এই ধরনের ঘৃণ্য শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রের উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া অবশ্য কর্তব্য।

অপহরণ, বিক্রয় ও পাচার থেকে সুরক্ষার অধিকার

শিশু অধিকার সনদে বলা হয়েছে যে শিশুদের বিদেশে বিক্রয়, অপহরণ ও পাচার রোধ করার উদ্দেশ্যে সব রাষ্ট্রকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সব রকম শোষণ থেকে সুরক্ষার অধিকার

আমরা এ পর্যন্ত সনদে বর্ণিত এমন কয়েকটি শোষণের দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করলাম যেগুলোর শিশুদের প্রায়ই সম্মুখীন হতে হয়। যেমন অর্থনৈতিক বঞ্চনা, যৌন অত্যাচার ইত্যাদি। যে কোন শিশুর ক্ষেত্রেই এই ধরনের শোষণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং সেগুলো থেকে সুরক্ষার অধিকার তার আছে।

এছাড়াও অর্থের লোভে শিশুদের মাদক সরবরাহ, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি অনেক অবাঞ্ছিত কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এসব ছাড়া আরও অন্যান্য সব রকম হানিকারক শোষণের হাত থেকে শিশুর সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে।

শারীরিক অত্যাচার বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা চরম শাস্তি থেকে সুরক্ষার অধিকার

সনদে বলা হয়েছে যে শিশুর অপরিণত শরীর ও মনের কথা মনে রেখে কোন শিশুর সঙ্গে কষ্টকর, অমানুষিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ করা অথবা কোন চরম প্রকৃতির শাস্তি দেয়া উচিত নয়।

মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে সুরক্ষার অধিকার

এই সনদে বলা হয়েছে যে যাবজ্জীবন কারাবাস বা মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি থেকে শিশুকে রেহাই দেয়া উচিত। সনদের মতে শিশুকে তার কোন অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাবাস বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া চলবে না। মৃত্যুদণ্ড বা প্রাণদণ্ড হল চূড়ান্ত প্রকৃতির শাস্তি যা কোন গুরুতর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দেয়া হয়ে থাকে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে বলা হয়েছে যেকোন শিশুর অপরাধ

যতই গুরুতর হোক না কেন তাকে কোন চরম দণ্ড দেয়া উচিত নয়। যে অপরাধে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয় সেই অপরাধে একটি শিশুকে ওই শাস্তি দেয়া উচিত নয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যমূলক আচরণের সপক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

একটি শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ পরিণত নয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক কোন অপরাধ করে সে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝেই করে। কিন্তু একটি শিশুর বিচার বুদ্ধি বা বিবেচনা করার ক্ষমতা হয়নি এবং সে তার কাজের প্রকৃত ফল কি হবে তাও বুঝতে শেখেনি। এই কারণে এইসব অপরাধী শিশুদের নিজেদের সংশোধন করার সুযোগ দেয়া উচিত যাতে তারা তাদের স্বাভাবিক সুস্থ জীবন ফিরে পেতে পারে। যদি কোন শিশুকে এই ধরনের কোন চরম শাস্তি দেয়া হয় তাহলে সে কোন দিনই নিজেকে শোধরাতে এবং সাধারণ সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারবে না।

বস্তুত যদি কোন শিশুকে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা হয় সনদে সেইসব পরিস্থিতিতে শিশুদের কিছু বিশেষ অধিকার দেয়া হয়েছে। শিশুদের গ্রেফতার করাকে একটি চরম পদক্ষেপ বলে ধরা উচিত। যদি তাদের একান্তই গ্রেফতার করা হয় তাহলে তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করতে হবে এবং তাদের স্বাভাবিক আত্মমর্যাদাকে সম্মান করে চলতে হবে।

যখন কোন শিশুকে কোন কারণে গ্রেফতার করা হয় তাহলে তার তৎক্ষণাৎ আইনের আশ্রয় নেয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ সুবিধা পাওয়ার অধিকার থাকবে।

সশস্ত্র সংঘর্ষ থেকে সুরক্ষার অধিকার

সনদে বলা হয়েছে যেকোন শিশু পনের বৎসর বয়সের আগে কোন রকম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। সনদে আরও বলা হয়েছে যে, সেনাবাহিনীতে কোন শিশুকে নেয়া যাবে না। কেবলমাত্র যারা প্রাপ্তবয়স্ক তাদেরই সেনাবাহিনীতে নিতে হবে।

কারণ শিশুদের পক্ষে সৈনিকের কাজ অত্যন্ত কষ্টকর এবং তাদের অতি কঠিন জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়। তাছাড়া সামরিক জীবনে তারা এমন সব অভিজ্ঞতা অর্জন করে যেগুলো তাদের অপরিণত মনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করে থাকে।

শিক্ষার অধিকার

সব শিশুরই শিক্ষার অধিকার আছে

শিশুর এই অধিকার সবাই মানেন। সব আধুনিক রাষ্ট্রই শিশুর এই অধিকারটি পূরণ করার যথাসম্ভব চেষ্টা করে থাকে। শিশুর এই বিশেষ অধিকারটি শুধু শিশুরই বিকাশের জন্য নয়, দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্যও অপরিহার্য।

সমান সুযোগের ভিত্তি

এই অধিকার কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে? এই সনদের প্রাথমিক শর্ত অনুসারে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে তা সমান সুযোগের ভিত্তিতে করতে

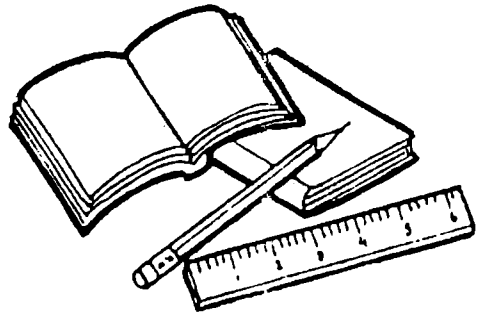

হবে। এর অর্থ হল যে, শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনরূপ ভেদাভেদ করা কোন মতেই চলবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় সমান সুবিধা ও সুযোগ ভোগ করবে। যেমন, স্কুলে ভর্তির সময় কোন সময় কোন শিশুর ক্ষেত্রে কোন রকম বাধা বা শর্ত রাখা চলবে না। ধনী অথবা গরিব, সম্ভ্রান্ত অথবা সাধারণ, এইসব পরিচয় নির্বিশেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিশুদের ভর্তির সমান সুযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে রাষ্ট্র-পরিচালিত স্কুলগুলোতে এই নীতি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মৌলিক শর্তটির পরিপ্রেক্ষিতে শিশু অধিকার সনদে কিছু গুরত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন-

প্রাথমিক শিক্ষা

দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সহজলভ্য ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। এই পদক্ষেপ যদি নেয়া হয় তবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমান সুযোগের তত্ত্বটি যথাযথ পালিত হবে। এইভাবে সবশিশুই তাদের বা তাদের অভিভাবকদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক অবস্থা অথবা অন্য কোন কারণ নির্বিশেষে ন্যূনতম মান পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করতে পারবে।

www.phuktri.org.bd

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করতে হবে। তার অর্থ হল যে, মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে বিভিন্ন শাখা বা বিভাগ থাকবে। এই নীতিটি সাধারণধর্মী শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই অনুসরণ করতে হবে।

এই নির্দেশটি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রত্যেক শিশুই বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তি ও প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কাজেই পাঠক্রম যদি এক ধরনের বা অপরিবর্তনীয় হয় তাহলে সকল শিশু তাদের সহজাত শক্তি ও প্রবণতা বিকাশের সুযোগ পাবে না। কারণ এর দ্বারা সব শিশুকেই এক রকম পাঠক্রম অনুসরণ করতে বাধ্য করা হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের অনেকেরই এই ধরনের পাঠক্রম অনুসরণ করার আগ্রহ বা ইচ্ছা থাকবে না। যখন মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমটি বিবিধ ও বহু বিষয়ের দ্বারা গঠিত হবে এবং শিশুদের বিভিন্ন চাহিদা ও প্রবণতাকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেবে তখনই এই সমান সুযোগের তত্ত্বটি সন্তোষজনকভাবে অনুসৃত হবে।

উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সনদের অভিমত হল এই যে, এই শিক্ষাটির আয়োজন কেবলমাত্র যোগ্যতা অনুযায়ী সুযোগদানের ভিত্তিতেই করতে হবে। এর অর্থ হল যে উচ্চশিক্ষা শুধু তাদেরই প্রাপ্য হবে যাদের তা গ্রহণ করার যোগ্যতা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যাতে এই শিক্ষা যেন সত্যিকারের যোগ্য ব্যক্তির কাছে সহজলভ্য হয়। শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক সামর্থ্য বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা তার শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কখনই ভিত্তি বা মাপকাঠি হবে না।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আই এল ও জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের আলোকে শিশু শ্রম সম্পর্কে কনভেনশন গ্রহণ করেছে।

আই এল ও কনভেনশন-১৮২

চরম মন্দ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন

১৭ জুন '৯৯ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ৮৭তম অধিবেশনে চরম মন্দ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন-১৯৯৯ গৃহীত হয়। এই কনভেনশনের কতিপয় ধারা নিচে উপস্থাপন করা হলো-

ধারা-১

এই কনভেনশন অনুসমর্থনকারী সকল সদস্য রাষ্ট্র জরুরী ভিত্তিতে চরম মন্দ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ ও নির্মূলের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৩

এই কনভেনশনের উদ্দেশ্যানুসারে চরম মন্দ ধরনের শিশু শ্রম বলতে বুঝায়-

(ক) সকল ধরনের দাসত্বমূলক কাজ বা দাসত্বমূলক কাজের সাদৃশ্য কাজ যেমন- শিশু বিক্রি বা পাচার, ঋণের জন্য বন্ধক রাখা, ক্রীতদাস, জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় এবং সশস্ত্র সংঘাতের জন্য বা যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত শিশু।

(খ) পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা বা পর্নোগ্রাফী কাজে ব্যবহার করা।

(গ) নিষিদ্ধ/অবৈধ কাজে শিশুদের ব্যবহার, বিশেষতঃ মাদক উৎপাদন ও পাচার কাজে ব্যবহার।

(ঘ) শিশুর স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর কাজ।

www.phulkuri.org.bd

ধারা-৭

১। এই কনভেনশনে উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিতকরণে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র শিশুশ্রম নিরসনে শিক্ষার গুরুত্বের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করবে এবং নিম্নোক্ত কাজের জন্য মেয়াদ ভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে :

(ক) চরম মন্দ কাজের শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা।

(খ) শিশু শ্রম মুক্ত করতে প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করা এবং তাদেরকে পুনর্বাসন ও সমাজ জীবনে সম্পৃক্ত করা।

(গ) বিনামূল্যে মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং চরম মন্দ শ্রম থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিশুকে সম্ভব হলে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করা।

(ঙ) মেয়েদের বিশেষ অবস্থা গুরুত্বসহ বিবেচনা করা।

৩। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র এই কনভেনশন কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দেবেন।

www.phulkuri.org.bd

সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় শিশু প্রসঙ্গ

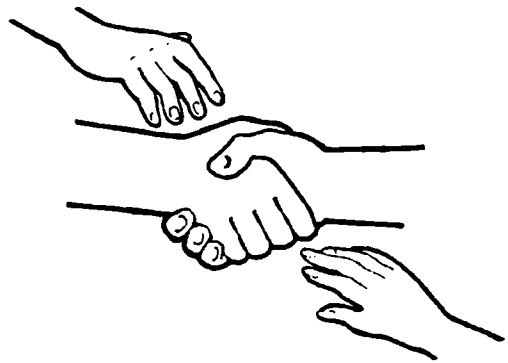

জাতিসংঘের সব শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ ও বয়স নির্বিশেষে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায়ও শিশুদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৫ এর (খ) উপ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী। বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে জন্ম হোক না কেন সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৬ এর (ক) উপানুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

শেষত: শিশুর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। এটি অংশগ্রহণের অধিকারগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি। যেসব শিশুর নিজস্ব মতামত দেয়ার মতো বয়স হয়েছে, তাদের নিজস্ব সকল ব্যাপারে অবাধে মতামত

www.phulkuri.org.bd

প্রকাশের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শিশুর মতামতকে কতটা গুরুত্ব দেয়া হবে তা নির্ভর করবে তার বয়স ও বুদ্ধির পরিপক্কতার উপর। এই নীতিটি খুবই ব্যাপকভিত্তিক এবং বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে গৃহীত সকল ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য।

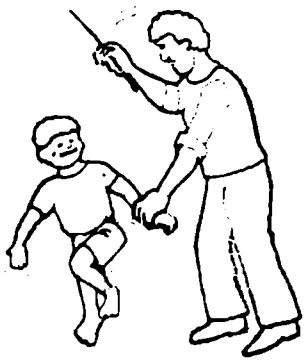

সরকার বা অভিভাবক শিশুকে অত্যাচার, অবহেলা বা নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

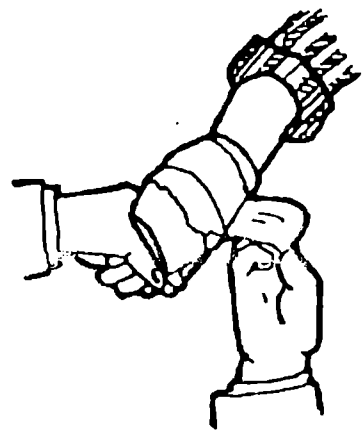

প্রতিটি শিশুর সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সরকার দায়বদ্ধ।

www.phulkuri.org.bd

প্রতিটি শিশুর নাম ও জাতীয়তা পাবার অধিকার আছে।

প্রতিটি শিশুর সবধরনের তথ্য, ধ্যান, ধারণা সম্পর্কে জানার, গ্রহন করার এবং অবহিত করার স্বধীনতা থাকবে।

শিশুরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। তারা বড় হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। যদি আমাদের সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নতি সাধন করতে চাই তাহলে শিশুদের এমনভাবে মানুষ করতে হবে যাতে তাদের অন্তর্নিহিত প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং তারা দায়িত্বশীল ও কর্মদক্ষ নাগরিক রূপে বড় হয়ে ওঠে। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন সমাজের বয়স্করা শিশুদের ন্যায্য অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা করবে।

এই প্রয়োজনের কথা মনে করেই জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ তৈরি করেছে। তাঁরা উপলব্ধি করেছে শিশুদের যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া প্রয়োজন এবং যেভাবে লালন করা প্রয়োজন, অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হচ্ছে না। ছোটদের অবহেলা করা হয়। তারা অপরিণত বয়স্ক বলে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। আমাদের এই পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো দরকার। এই শিশু অধিকার

www.phulkuri.org.bd

সনদ-এর ফলে আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। বড়রা উপলব্ধি করছে ছোটদের জন্য অনেক কিছু করা দরকার। আর দরকার পুরনো ধ্যান-ধারণা পাল্টানো।

শিশু অধিকার কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। শিশু অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। শিশুদের যেমন তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে তেমনি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন করতে হবে।

শিশু অধিকার বাস্তবে রূপদানে সমাজের সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার বাধ্যবাধকতা প্রধানত সরকারের। কারণ তাকেই এই বিষয়ে জাতিসংঘকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কিন্তু জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ ছাড়া সরকারের পক্ষে এই সনদ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। শিশুদের ভালভাবে বেঁচে থাকা, সুরক্ষা ও বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণায় স্বাক্ষরদাতা পক্ষ হিসেবে সরকার ও জনগণকে এ বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। শিশুরা যদি নিরাপত্তা, শিক্ষা ও উন্নততর বিকাশের সুযোগ পায় তাহলে গোটা সমাজের মূল্যবোধ ও মানের উন্নয়ন ঘটবে।

www.phulkuri.org.bd

www.phulkuri.org.bd